বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশের ৪২ তম স্বাধীনতা দিবস এবং বঙ্গবন্ধুর ৯৩তম জন্মদিন পালিত।

গত ২৪ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় উৎসব মুখর পরিবেশে সিডনীস্থ গ্লেনফিল্ড কমিনিউটি হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস-২০১৩ ও বঙ্গবন্ধুর ৯৩-তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

কর্মসুচীর মধ্যে ছিল- বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা আবৃতি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তা ছাড়া জাকির হোসাইন জীবনের সম্পাদনায় "হৃদয়ে শেখ মুজিব" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডঃ খায়রুল চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় হাই কমিশনার লেঃ জেঃ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ফেডারেল পার্লামেন্ট সদস্য মিঃ লরি ফারগিউসন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি আস্থাবান বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সিডনীর বিভিন্ন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের নব প্রজন্মের জাগরণের প্রতি সংহতি এবং সঙ্গতি রেখে স্বাধীনতা দিবসের এই অনুষ্ঠানে সিডনীতে বসবাসরত নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনও তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে স্বাধীনতা দিবসের এই মহান অনুষ্ঠানে যোগ দেন। লাল-সবুজের পোষাক পরিহিত ছাত্র-ছাত্রী এবং লোকজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিত অনুষ্ঠান টিকে আকর্ষনীয় করে তুলে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলোয়াত ও প্রয়াত রাস্ট্রপতি জিল্লুর রহমানসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযুদ্ধা মিজানুর রহমান তরুন।

আলোচনা সভার শুরুতে সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ রতন কুন্ডু স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শুরু করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মোঃ রফিক উদ্দিন, তিনি তার বক্তব্যে এই অনুষ্ঠানে নব প্রজন্মের অংশ গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।

নব প্রজন্মের পক্ষ থেকে স্বাগতিক বক্তব্য দেন একাদশ শ্রেনীর ছাত্রী জৈয়তী খন্দকার। নব প্রজন্মের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র জারিফ হোসাইন। জারিফ তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, " I have heard the war criminals in 1971 have been put on trial recently. Hopefully justice will prevail in the sky of Bangladesh".

তাছাড়াও নবপ্রজন্মের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন,অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ছাত্রী তামান্না রফিক (রাত্রী),পারিসা হাসান (প্রিয়ম), ও রনু আজিজ । তাদের প্রত্যেকের বক্তব্যে দেশের মমত্ববোধ ও ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের দাবী করেন।

স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন জনাব শেখ শামীমুল হক, ব্যারিস্টার সিরাজুল হক, গামা আব্দুল কাদির এবং আনিছুর রহমান রিতু। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ

শাস্তি প্রদানের দাবী করেন। তাঁরা আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলায় রাজাকারের ঠাঁই নেই, যে কোন মূল্যে তাদেরকে নির্মূল করতে হবেই।

প্রধান অতিথির ভাষনে মান্যবর রাষ্ট্রদূত লেঃ জেঃ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী দেশের ক্রান্তিলগ্নে প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের প্রয়োজনীয় ভুমিকা রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি স্বাধীনতা দিবসের এই মহতি অনুষ্ঠানে নবপ্রজন্মের অংশ গ্রহনকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন এবং নবপ্রজন্মের সকলকে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় আলোচনায় অংশ নিতে অনুরোধ করেন।

বিশেষ অতিথির ভাষণে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ফেডারেল এমপি মিঃ লরি ফারগিউসন বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ৭১-সালের সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সংক্ষিপ্ত ভাষনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক ডঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ রাজাকার-আলবদর তথা যুদ্ধাপরাধীমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে, অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য করতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার কার্যকরী পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দ তথা ডঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ, ডঃ খায়রুল চৌধুরী, মোঃ রফিক উদ্দিন, ডঃ রতন কুন্ডু, অরবিন্দ সাহা, ব্যারিস্টার আমজাদ খান, মোঃ জাকির হোসেন জীবন,শাহাদা হোসেন, আজম সরদার, হারুন চন্দ্র সরকার, হোসেন মোঃ আরজু, জাহেরুল ইসলাম, অশোক হালদার,মিসেস শামীমা দেওয়ান,মুস্তাফিজুর রহমান তালুকদার (মঞ্জু), জাহেদুল করিম খাঁন, খন্দকার মালিক শাফি জাকি, হারুনুর রশিদ, সামছুল হক (বাচ্চু), অপু সরওয়ার, হাসান সীমন ফারুক, ফারিয়া আহমেদ, লামিয়া আহমেদ, এ কে এম এমদাদুল হক, মোঃ সুবেল,

মোঃ হাসানুজ্জামান, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মোঃ মাসুদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকল অতিথিদেরকে সৌজন্যমুলক নৈশ ভোজ পরিবেশন করা হয়।

Independence Day Of Bangladesh 2013
Chief Guest: Lt. Gen. Masud Uddin Chowdhury
Special Guest: MR Laurie Ferguson MP.
Member of Werriwa, NSW.
Bangabandhu Society Of Australia INC.

Independence Day Of Bangladesh 2013
Chief Guest: Lt. Gen. Masud Uddin Chowdhury
Special Guest: MR Laurie Ferguson MP.
Member of Werriwa, NSW

Independence Day Of Bangladesh 2013
Chief Guest: Lt. Gen. Masud Uddin Chowdhury
Special Guest: MR Laurie Ferguson MP.
Member of Werriwa, NSW

Independence Day Of
2013
Bangabandhu

Independence Day Of Bangladesh 201
Chief Guest: Lt. Gen. Masud Uddin Chowdhury
Honerable High Commissioner of
The Peoples Republic of Bangladesh
Special Guest: MR Laurie Ferguson MP.
Member of Werriwa, NSW.
Bangabandhu Society Of Austral

Independence Day Of Bangladesh 2013
Chief Guest: Lt. Gen. Masud Uddin Chowdhury
Honorable High Commissioner of
The Peoples Republic of Bangladesh, Canberra
Special Guest: MR Laurie Ferguson MP.
Member of Werriwa, NSW.
Bangabandhu Society Of Australia INC.